https://www.path-2-happiness.com/bn

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness

https://www.path-2-happiness.com/bn

কোথায় শান্তির পথ?!

সূচিপত্র

কোথায় শান্তির পথ?!

নাস্তিকতার পথ, নাকি ধার্মিকতার পথ?!

এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা দরকার!!

তাহলে এসব প্রশ্নের জবাব কি?

তাহলে সে প্রমাণগুলো কি?

আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ

https://www.path-2-happiness.com/bn

কোথায় শান্তির পথ?!

প্রত্যেক মানুষ শান্তি খুঁজে, কিন্তু কোথায় সুখ-শান্তির পথ?!

https://www.path-2-happiness.com/bn

পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক মানুষই সুখ-শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের মতবাদ, জাতি, বর্ণ, উৎপত্তি, লক্ষ্য- উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সবাই একটি উদ্দেশ্যে একমত, তা হলো সুখ ও প্রশান্তি তালাশ করা।

যদি কোন লোককে জিজ্ঞেস করঃ তুমি এ কাজটি কেন কর? উহা কি কারণে করবে? সে বলবেঃ সুখ-শান্তির জন্য!! চাই তা শব্দগতভাবে বলুক বা অর্থগতভাবে বলুক। শান্তির প্রকৃত বা রূপক যেকোন অর্থেই হোক।

তাহলে সুখ-শান্তি কি? কিভাবে ইহা পাওয়া যায়?

সুখ হলো আনন্দ, প্রশান্তি, ঔদার্য ও প্রফুল্লতার ধারাবাহিক অনুভূতি। এ সুখানুভূতি তিনটি জিনিসের স্থায়ী অনুভূতির ফলে আসে, তা হলোঃ আত্মার উৎকৃষ্টতা, জীবনের উৎকৃষ্টতা ও শেষ পরিণতির উৎকৃষ্টতা।

মানুষ নিজেকে এ তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করে। সে যত বড় হয় তার প্রশ্নগুলো ততই বাড়তে থাকে। তার মনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান এসব প্রশ্নের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারেনা। সেগুলো হলোঃ

-কে এ মহাবিশ্বের মালিক? কে ইহা পরিচালনা করেন?

বিনিময়ে সৌভাগ্য

“কখনো তুমি এমন কিছু করবে যা তোমার কোন সৌভাগ্য বয়ে আনবেনা, তবে কোনকিছু করা ছাড়া সৌভাগ্য আসেনা। “

বেঞ্জামিন ডিজ্রাইলি

সাবেক বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী

সৌভাগ্য হল আমাদের সব চেয়ে নিকটে

“অনেক সময় আমরা সৌভাগ্য খুঁজি অথচ সৌভাগ্য আমাদের কাছেই থাকে, যেমন আমরা চোখের উপর চশমা রেখে অনেক সময় চশমা খুঁজি।”

টলস্টয়

রুশ সাহিত্যিক

-কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? কে আমার চারপাশের এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন?

-আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি কোথায় যাব?

যখনই মানুষের নিজের ও জীবনের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় তখনই এ সব প্রশ্নগুলো তার চিন্তা ভাবনার মাঝে বার বার ঘুরতে থাকে। যতক্ষণ না এ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া না যায় ততক্ষণ সে প্রশান্তি লাভ করতে পারেনা।

পথ বিভিন্ন তবে আল্লাহ এক

“কোথায় যাচ্ছ যদি না জান, তবে সব পথই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।”

লুইস ক্যারল

গণিতজ্ঞ

নাস্তিকতার পথ, নাকি ধার্মিকতার পথ?!

মানুষ শুরুতেই উপরোল্লিখিত প্রশ্নের জবাব দু'ভাবে খুঁজতে চেষ্টা করে। একটা হলো নাস্তিকতার পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে কোন ইলাহে বিশ্বাস করা হয়না এবং মনে করা হয়যে, এ বিশ্ব একটি উপাদান মাত্র।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলোঃ সে পদ্ধতি,যাতে বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ তায়া'লা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এদু'ধরণের পদ্ধতির ফলে অনেকগুলো প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলোঃ

-এ মহাবিশ্ব কি কোন সময়ের নির্ধারণ ব্যাতিত আকস্মিক ঘটনাচক্রে শুরু থেকেই এমনিতেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? !

- কোন বিবেকবান লোক এটা কি ভাবতে পারে যে, এ সুশৃংখল মহাবিশ্ব আকস্মিক ঘটনাচক্রে সৃষ্ট হয়েছে?!!

-মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যবদি যা কিছু পেয়েছে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যেসব উন্নতি হয়েছে এগুলো কি শুধুই আকস্মিক ঘটনা?!! আমরা কি শুধুই বাতাসের মুখে পতিত পালকের মত , যা আকস্মিক ঘটনা ও বিশৃঙ্খলতায় উলোট-পালট হতে থাকে?!

মানুষ কি নিজেই আইন প্রণয়নকারী উপাস্য ? সে কি নিজেই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা? এ সবের পিছনে কি কিছুই নেই?

- আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্যজগত কি শুধুই মরীচিকা, যা ধর্মহীনরা ও দৃশ্যমানে

https://www.path-2-happiness.com/bn

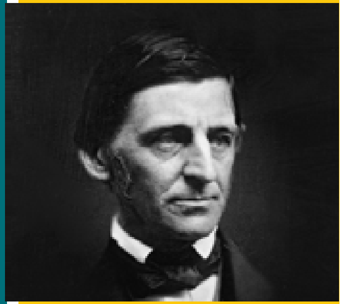

তোমার গন্তব্য ঠিক কর

“কোথায় যাচ্ছে এটা যে জানে, জগত তার জন্য পথ প্রশস্ত করে দেয়।”

রালফ এমারসন
মার্কিন দার্শনিক

বিশ্বাসীরা বলে বেড়ায়?

- মানুষ কি যেকোন বিবেচনায় শুধুই পদার্থ ? নাকি তাদের মূল হচ্ছে বানর, যা যুগের পরিক্রমায় মানুষের রূপ ধারণ করেছে? এ নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে কিভাবে উচ্চ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, মহান গুণাবলী ও আশ্চর্য গঠনপ্রণালীর মানুষ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব?! যার কাছে যে বস্তু নেই সে কিভাবে অন্যকে তা প্রদান করবে?!

-দুনিয়াই কি মানুষের শেষ লক্ষ্যবস্তু? এতেই কি তার সকল আশার সমাপ্তি? আসমানী ধর্মসমূহ যে বলে, মানুষ ছাড়া অন্য একটি শক্তি আছে বা মানুষের এ জীবন ছাড়াও অন্য একটি জীবন আছে তার কি কোনই বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা নেই?

আল্লাহ তায়া'লা এ সবের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে ইরশাদ করেনঃ

{তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।} [জাসিয়াঃ ২৪]

যারা এসবের অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেনঃ

{তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?} [নামলঃ ১৪]

নাস্তিকরা ধর্মের ব্যাপারে যে বলে, ধর্ম শুধুই কাল্পনিক বিষয় এটাই যদি সঠিক হত তাহলে কেন মানুষের মাঝে ধর্মের সম্মানবোধ এভাবে বিরাজ করে।

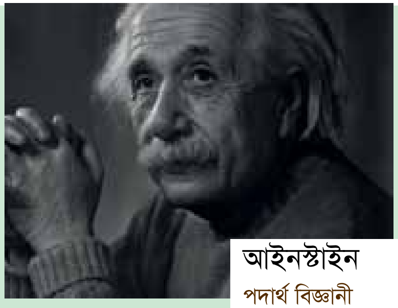

আইনস্টাইন
পদার্থ বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান ও ধর্ম

“আমি মনে করি না যে, বিজ্ঞান অবশ্যই স্বভাবগতভাবে ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। বাস্তবে আমি এ দুয়ের মাঝে শক্ত মিল দিখতে পাই। এজন্য আমি বলব, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হল পঙ্গু আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হল অন্ধ। উভয়টাই গুরুত্বপূর্ণ, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। আমার মনে হয় বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোয় যে আলোকিত নয় সে মৃতপ্রায়।”

নিউটন
ইংরেজ দার্শনিক

নাস্তিকতা এক রকম বেকুবি।

“নাস্তিকতা এক রকম বেকুবি। কারণ, সৌরমণ্ডলের দিকে তাকালে দেখতে পাই, পৃথিবী সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থিত। এতে পৃথিবী সঠিক পরিমাণে আলো ও তাপ গ্রহণ করতে পারে। এটা অবশ্যই আকস্মিকভাবে ঘটেনি।”

যুগে যুগে আম্বিয়া কেরামগণ কেন সফল হয়েছেন? তাদের রেখে যাওয়া মতাদর্শ কেন মানুষের মনে এখনো বিরাজ করছে? অথচ অন্যান্য মানুষের চিন্তাভাবনা মুছে যায়, বরং তা যতই বাগ্মিতাপূর্ন হোক যুগের পরিক্রমায় একসময় তা নিঃশেষ হয়ে হয়ে, মানুষ ভুলে যায়।

কে ভাল কাজ করল আর কে খারাপ কাজ করল তা কিভাবে পার্থক্য করা হবে? মানুষকে কোন জিনিস অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে? কোন বিষয় ধনীকে গরিবের প্রতি দয়াশীল করবে? চোর, ধোকাবাজ, খিয়ানতকারী, ও নেশাখোরকে কোন জিনিস বিরত রাখবে? ... কোন বিষয় তাদেরকে মনের খামখেয়ালীপণা থেকে বিরত রাখবে?

নাস্তিক্য সমাজব্যবস্থায় মানুষ এমনভাবে বসবাস করে, যেভাবে হিংস্র নেকড়ে অন্যায় অত্যাচার, স্বার্থপরতা ও মনোবাসনাপূরন ইত্যাদি নিয়ে বসবাস করে। এজন্যই নাস্তিকতা হলো দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্রতা এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ, উদ্বেগ ও অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব ।} [ত্বহাঃ ১২৪]

নাস্তিকতা একটি ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা যা সুস্থ জ্ঞান ও স্বভাব গ্রহণ করতে পারেনা। ইহা বিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক বৈপরিত্বের। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানীগণ এটার প্রতিবাদ করেছেন। এমনিভাবে ইহা যুক্তি তর্কেরও বিপরীত। কেননা ইহার মূল ভিত্তিই হলো জীবনের কোন যুক্তি নেই, এ সুন্দর পৃথিবী এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, জীবনের কোন স্বভাবজাত ধারা নেই। সুস্থ স্বভাব সকল মানুষকে, এমনকি নাস্তিকতার দাবীদারকেও ধর্মের দিকে আহবান করে।

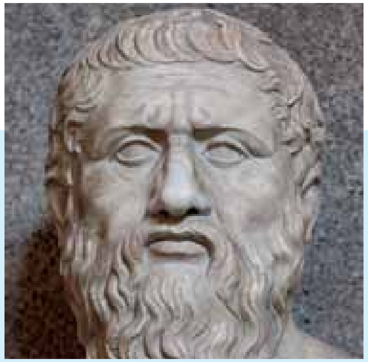

প্লেটো
গ্রীক দার্শনিক

সৌন্দর্য এবং শৃঙ্খলা

“নিশ্চয় বিশ্বজগত সৌন্দর্য এবং শৃঙ্খলার এক মহা নিদর্শন। তা কাকতালীয় হেতু চক্রের ফল হতে পারেনা। বরং তা কোন জ্ঞানী স্বত্তার সৃষ্টি যিনি কল্যাণ কামনা করেছেন এবং স্বীয় ইচ্ছায় ও প্রজ্ঞায় সব কিছু সুবিন্যস্ত করেছেন।”

প্রকৃত সৌভাগ্য

"আমি এখন বেঁচে আছি বাস্তবতার মাঝে; সমসাময়িক জড়বাদ, ভোগবাদ, যৌনতা ও নেশার মত বিভ্রান্তিকর আবহে নয়। অথচ ধারণা করা হয় যে, এগুলো মানুষকে সুখ দেয়। কিন্তু আমি এখন শান্তি, আশা ও ভালোবাসা সমৃদ্ধ সুখময় জগত দেখেছি।"

লরেন বুথ

বৃটিশ আইনজ্ঞ

https://www.path-2-happiness.com/bn

এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা দরকার!!

এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে মানুষ অনর্থকই চেষ্টা করে যাচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ সব প্রশ্নের একটিরও যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। কেননা এ সব বিষয় ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত, এজন্যই এগুলোর ব্যাপারে অনেক কিচ্ছা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, কাল্পনিক নানা গল্প বানানো হয়েছে, যা মানুষকে আরো দিশেহারা ও হয়রান করেছে।

আল্লাহ পাক যদি কাউকে হেদায়েত না দেন ও সঠিক পথের সন্ধান না দেন তার পক্ষে এ সব প্রশ্নের যথাযথ জবাব পাওয়া সম্ভবপর নয়; যে হেদায়েত তাকে নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ ও আনন্দ দান করবে।

এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব একমাত্র ধর্মই দিতে সক্ষম, কেননা এগুলো অদৃশ্যের বিষয়। একমাত্র সঠিক ধর্মই এগুলোর ব্যাপারে সত্য বলতে পারে। কেননা এগুলো আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুল প্রেরণ করে অহীর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত'} [বাক্বারাঃ ১২০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {{বলে দিন নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ করেন।} [আলে ইমরানঃ ৭৩]

এজন্যই মানুষের উচিত সঠিক ধর্ম তালাশ করা, ইহা শিক্ষা করা এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যাতে তার সব ধরনের অস্থিরতা দূরীভূত হয়, সব সন্দেহের অবসান ঘটে, সঠিক পথের সন্ধান পায়, এবং সুখ ও মনের শান্তি লাভ করে।

তাহলে এসব প্রশ্নের জবাব কি?

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {{আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর গোশতপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আলাহ কত বরকতময়! এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে।তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। }[মু'মিনুনঃ ১২-১৬]

অতএব, মানুষের সর্বশেষ স্থান ও প্রত্যাবর্তন হলো আল্লাহর কাছে। আল্লাহর এ সৃষ্টি অনর্থক নয় - আল্লাহ পাক কোন অনর্থক কাজ করেন না- বরং এর পিছনে রয়েছে অনেক বড় হিকমত। আল্লাহ পাক বলেনঃ

{তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না'?}[মু'মিনুনঃ ১১৫]

অতএব, আল্লাহ তায়া'লা মানুষ ও জীন জাতিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং কোন শরীক ব্যাতিত একমাত্র তারই ইবাদত করার নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন।

আছে সব অর্থেই তাঁর ইবাদত করা, তাঁর ভালবাস অর্জন, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে নামাজ, জিকির, জমিন আবাদ, মানুষের উপকার সাধন ইত্যাদি সব ধরনের কাজ করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।}[যারিয়াতঃ ৫৬]

সবমানুষইতাঁরনিকটপ্রত্যাবর্তনকরবে।আল্লাহতায়া'লা বলেনঃ {এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।} [আলে ইমরানঃ ২৮]

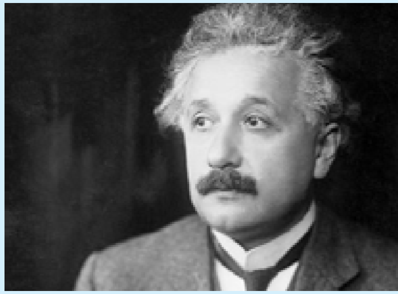

সৌভাগ্যকে লক্ষ্য নির্ধারণ কর।

'যদি সুখী হতে চাও তাহলে সৌভাগ্যকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত না করে তাকে লক্ষ্যে পরিণত কর।"

আইনস্টাইন

পদার্থবিজ্ঞানী

মানুষের এ বিশ্বাস জীবনের অনর্থকতাকে দূর করে জীবনের অর্থ প্রদান করে, অন্তরে শান্তি ও সুখ আনয়ন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।} [তুরঃ ৩৫-৩৬]

মানুষ যখন এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য জানতে অক্ষম হয়, তখন সে যদি আল্লাহর সৃষ্ট আসমান, জমিন, গ্রহরাজি, সমগ্র বিশ্বজগত, রাত দিনের পরিক্রমা, জীবন মৃত্যুর ধারাবাহিকতা এবং এ মহাবিশ্বে আল্লাহ পাক আরো যা কিছু সৃষ্টি করেছেন ....ইত্যাদির দিকে তাকায় ও চিন্তা গবেষণা করে তাহলে অবশ্যম্ভাবীভাবে তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তিই তাকে জানিয়ে দিবে যে, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে একজন মহাস্রষ্টা যিনি সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী, তাঁর সমীপে মাথানত করা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর কাছে প্রতিদান চাওয়া, তাঁর আযাবকে ভয় করা ইত্যাদির তিনিই একমাত্র উপযুক্ত। এমনিভাবে এসব কিছুর চিন্তাভাবনা ব্যক্তিকে সর্বশক্তিমান বিজ্ঞ, মহান স্রষ্টার স্বীকৃতি দানে পৌঁছাবে। এবং এ স্বীকৃতি প্রদানে অনুপ্রাণিত করবে যে, সব পদার্থই আল্লাহর সৃষ্টি, একসময় এগুলোর অস্তিত্ব ছিলনা,পরে তাঁর হুকুমে সৃষ্টি হয়েছে।

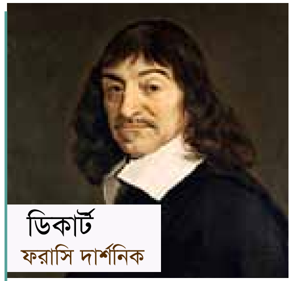

ডিকার্ট
ফরাসি দার্শনিক

সব কিছুর স্রষ্টা

«আমি বিদ্যমান, তাহলে কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমিতো আমাকে সৃষ্টি করিনি। তাহলে অবশ্যই আমার এক জন সৃষ্টি কর্তা আছেন। আর এ সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বগত হতে হবে, তিনি কোন অস্তিত্ব দানকারী বা অস্তিত্ব রক্ষাকারীর প্রতি মুহতাজ হবেন না। অবশ্যই তিনি সৌন্দর্যের সব গুনে গুণান্বিত হবেন। আর সে সৃষ্টি কর্তাই হলেন, আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা।»

সর্বশক্তিমান মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তায়া'লা বান্দাহর কাছে নিজের পরিচয় দান করেছেন। এ জন্য অনেক দলিল প্রমাণ, মু'জেযা দান করেছেন - যদিও এগুলো দেয়া আল্লাহর জন্য জরুরী ছিলনা- তিনি নিজেকে অনেক পূর্নাঙ্গতার গুনাবলীতে গুণান্বিত করে বর্ণনা করেছেন। আসমানী শরিয়ত, বিবেকের জরুরী চেতনা, ও মানুষের স্বভাবজাত ভাবনায় তাঁর অস্তিত্ব, আধিপত্য , খোদায়ী ও একত্ববাদের উপর প্রমাণ মিলে।যুগে যুগে সব জাতিই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে।

সন্তোষ জনক উত্তর

"সাধারণ ভাবে ধর্মের ইতিহাস এবং বিশেষ ভাবে একত্ববাদের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমানই হল জগত ও মানবতার উৎস এবং এ দুটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব প্রশ্নের সন্তোষ জনক উত্তর। সুতরাং এক আল্লাহ ছাড়া মানব জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। সচেতন ভাবে হোক কিংবা অসচেতন ভাবে মানুষের মাঝে সব ধর্মের গন্তব্য হল, এক ইলাহের প্রতি বিশ্বাস।"

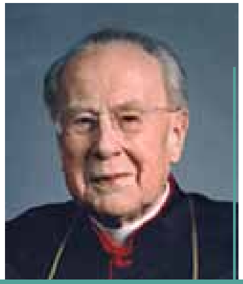

কার্ডিনাল কোয়েং
অস্ট্রিয়া এর যাজক প্রধান

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তাহলে সে প্রমাণগুলো কি?

১-আল্লাহর দৃশ্যমান মহাবিশ্ব ও এর সুন্দর সৃষ্টিনৈপুন্য

- আপনি কি এ মহাবিশ্ব ও এর মধ্যে বিদ্যমান আকাশ ও জমিন দেখেছেন?!

- আকাশ, গ্রহরাজি ও ছায়াপথ ইত্যাদির সৃষ্টি নিয়ে আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

- জমিন ও জমিনের মধ্যে বিদ্যমান নদ-নদী, সমুদ্র,সমতল ও পাহাড় ইত্যাদি নিয়ে কি কখনো চিন্তাগবেষণা করেছেন?!

- এ নিখুঁত বিন্যাস ও অনুপম সৃজন কি আপনাকে বিস্ময়াভূত করেনা?!

- আপনার কি ধারণা? কে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্বের কোন নমুনা ছাড়া এত সুন্দর, সুনিপুনভাবে বিস্ময়কর আকৃতিতে তৈরি করেছেন, যা একটি সৌন্দর্য্যের প্রতীক হয়ে আছে ?!

- আপনি কি মনে করেন যে ইহা নিজে নিজেই সৃষ্ট হয়েছে? নাকি এর রয়েছে একজন শক্তিমান মহান স্রষ্টা?!

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, [তারা বলে] পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।} [আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১]

কখনো কি আপনি নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেছেন? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?} [যারিয়াতঃ২১]

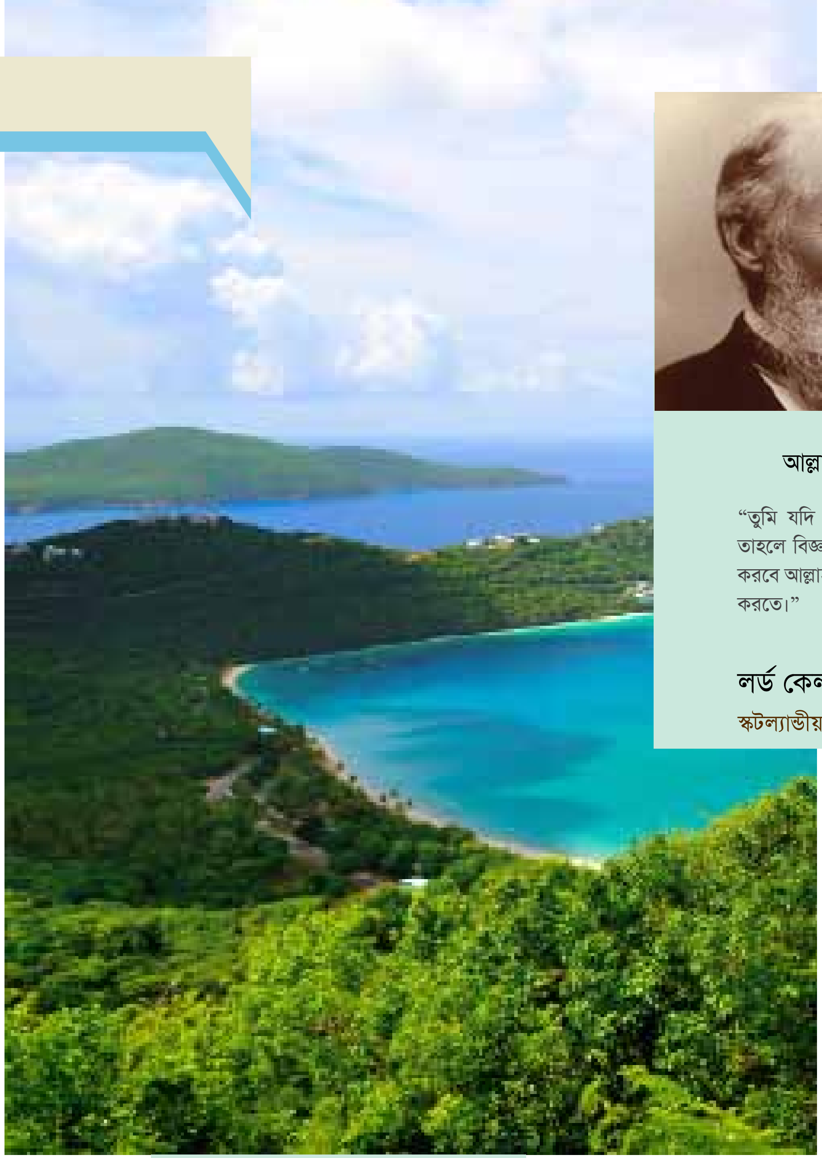

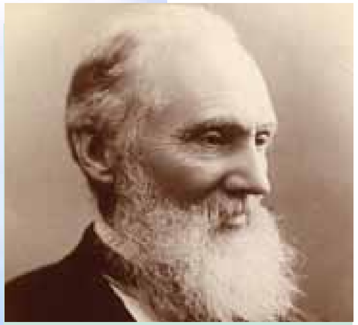

আল্লাহ সত্য

"তুমি যদি গভীর ভাবে ভাব তাহলে বিজ্ঞান তোমাকে বাধ্য করবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে।"

লর্ড কেলভেইন
স্কটল্যান্ডীয় পদার্থবিজ্ঞানী

মানুষ কিভাবে সৃষ্ট হয়েছে? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।} [তুরঃ ৩৫-৩৬]

মানুষ যখন এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি - তারা নিজেদেরকে সৃষ্টি করা থাক দূরের কথা বরং আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করেনি- তাহলে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এ মহাবিশ্ব ও এর ভিতর যা কিছু আছে তার একজন মহান স্রষ্টাআছে, তিনি হলেন আল্লাহ তায়া'লা। এসব দলীল প্রমানের পরেও সে সুনিপুণ আকৃতি দানকারী মহান আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার কারীদের ব্যাপারে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায়না !!

২- স্বভাব-প্রকৃতি

স্বভাবগতভাবেই নিঃসন্দেহে সৃষ্টজীব তার মহান স্রষ্টাকে স্বীকার করে। যেভাবে স্বভাবগতভাবে তারা কল্যাণকর জিনিস পছন্দ করে আর খারাপ জিনিস অপছন্দ করে। বরং স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করা মানুষের মনে স্বভাবজাতগত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যার জন্য কোন দলীল প্রমাণের দরকার পড়েনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [রূমঃ ৩০]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলেছেনঃ "প্রত্যেক ভুমিষ্ঠজাত শিশুই স্বভাবপ্রসূত হয়ে জন্ম গ্রহণ করে" [বুখারী ও মুসলিম]

স্বভাবগত বোধ

"আমরা যে ইলাহের অস্তিত্ব মানি বস্ত জগতের সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের সীমিত অনুভব শক্তি তাকে পূর্ণভবে বুঝতে সক্ষম নয়। তাই প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার অস্তিত্ব প্রমান করার চেষ্টা করা অনর্থক। কারণ, তার ব্যপ্তি প্রকৃতির সীমিত পরিধির বাইরে বিস্তৃত। আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস হল এমন একটি বিশেষ ব্যপার যা মানুষের অনুভবে ও হৃদয়ে অংকুরিত হয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিসরে বেড়ে উঠে।"

রবার্ট মরিস পেইজ
প্রকৃতিবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

৩- সব জাতির ঐক্যমতঃ

সৃষ্টির শুরু থেকেই সব জাতি এ ব্যাপারে একমত যে, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন। সুতরাং একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তায়া'লা এ মহাবিশ্ব কোন অংশীদার ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। কোন জাতিই এ কথা বলেননি যে, আসমান- জমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা বা রিজিকদাতা আছেন। বরং যখনই তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তখনই তারা অকপটে আল্লাহ তাআলার প্রভূত্বকে স্বীকার করে - শিরক সহকারে- । আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। } }[আনকাবুতঃ ৬১-৬৩]

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্বভাবগত

"স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠা শিশুদের বিবেক তদেরকে তাড়িত করে কোন সৃষ্টি কর্তা ও ইলাহের উপর ঈমান আনতে, বিবর্তনবাদের উপর নয়, যা মানব বুদ্ধির জন্য অস্বাভাবিক , দূর্গ্রাহ্য, ও দূর্বোধ্য। "

গেষ্টন ব্যারেট

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক গবেষক

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ। } [জুখরুফঃ ৯]

তবে নাস্তিকতা ও আল্লাহকে অস্বীকার - যা ইতিপূর্বে খন্ডন করা হয়েছে- অস্বাভাবিকত্ব ও বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র যা নাস্তিকদেরকে জ্ঞানীদের কাতার থেকে পিছিয়ে রেখেছে, পৃথিবীতে এর ব্যর্থতা ও অসারতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

৪- সুস্থ বিবেকের দাবীঃ

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণে উপরোল্লিখিত এ সব দলীল প্রমাণ ছাড়াও মানুষের বিবেকই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, এ সুনিপুণ সৃষ্টি নিজে নিজে হতে পারেনা, এগুলো নতুন সৃষ্টবস্তু, যা একসময় ছিলনা। আর প্রত্যেক নতুন সৃষ্টবস্তুই - সন্দেহাতীতভাবে- একজন স্রষ্টার মুখাপেক্ষী।

এখন নিজেকে একটি প্রশ্ন করুনঃ আপনি জীবনে কতবার বিপদে পড়েছেন? সে সময় আপনি কার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন? কার নিকট আকুতি মিনতি করেছেন? কার নিকট আশা করেছেন যিনি আপনার বিপদআপদ দূর করে

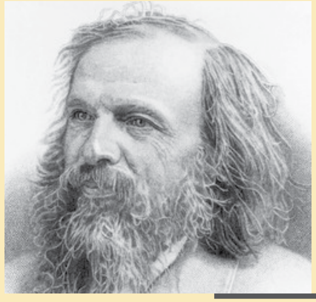

বিবেক বান হও

"কোন বিবেকবান কি কল্পনা করবে বা বিশ্বাস করবে যে, বিবেক ও প্রজ্ঞা বাদে পদার্থ আকস্মিকতার মাধ্যমে নিজেই নিজের অস্তিত্ব দান করেছে?! "

জন ক্লিভল্যান্ড কোথ্রযান

ডোলাথ ভার্সিটির প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

দিবেন?! আল্লাহ পাক বলেনঃ {যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।} [যুমারঃ ৮]

আল্লাহ পাক বলেনঃ {তিনিই তোমাদের ভ্রমন করান স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হাওয়ায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোল, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায় ভাবে। হে মানুষ! শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও-অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে।} [ইউনুসঃ ২২-২৩]

আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ {যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।} [লোকমানঃ ৩২]

দর্শন ও ধর্ম

"স্বল্প দর্শন মানুষকে নাস্তিকতার কাছে নিয়ে যায়, আর দর্শনের গভিরতা তাকে ধর্মের কাছে ফিরিয়ে আনে। "

ফ্রান্সিস বেকন
ইংরেজ দার্শনিক

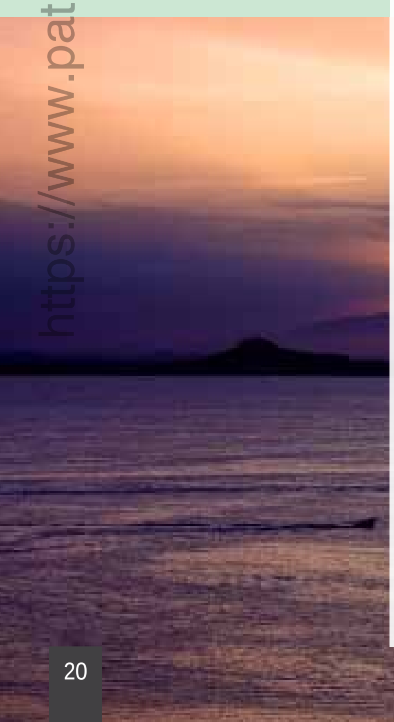

https://www.path-2-happiness.com/

আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ

যখন একথা সুস্থ স্বভাব ও বিবেকে স্থিতিশীল হলো যে, এ মহাবিশ্বের একজন প্রতিপালক আছেন, এসব সৃষ্টজীবের একজন স্রষ্টা আছেন, তাহলে আল্লাহর প্রতিপালনের ব্যাপারে সবাই একমত হলো, তাঁর একচ্ছত্র প্রতিপালকত্বে সবাই মাথানত করল। এ প্রতিপালকত্ব ঘোষনা করে যে, তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, তাঁর কোন শরিক নেই। এ ব্যাপারে অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু হলোঃ

১. কিভাবে এ মহাবিশ্বের দু'জন ইলাহ থাকবে?!!

মানুষের বিবেক সর্বদা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এ বিশ্বে একজনই মাত্র ইলাহ আছেন। নতুবা যদি দুজন বা একাধিক ইলাহ থাকত - তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হলে- তাহলে প্রশ্ন দেখা দিতঃ যখন দুজনের মতে বিরোধ দেখা দিবে, বা দুজনই তাঁর নিজের ইচ্ছা পূরন করতে চাইবে তখন কি হবে? একজন একটি আদেশ দিবে আর অন্যজন এর বিপরীত আদেশ দিবে?! তখন একজনকেঅন্যজনের উপর জয়ী হতে হবে। আর একজন জয়ী হলে অন্যজন স্বাভাবিকভাবেই অক্ষম হবেন। আর একজন অক্ষম ব্যক্তি কি ইলাহ হতে পারেন? তাহলে একথা প্রমাণিত হলো যে, এ মহাবিশ্বে একজনই ইলাহ আছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আলাহ কোন সš—ান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। [যদি থাকত] তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বি—ার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আলাহ কত পবিত্র!} [মু'মিনুনঃ ৯১-৯২]

২. এটা অবশ্যই আশ্চর্যজনক যে, মানুষ অক্ষম ও শক্তিহীন কোন কিছুর ইবাদত করবেযে আসমান জমিনের মালিক নয় এবং কিছুই সৃষ্টি করেননি, আর যে নিজের ভাল মন্দেরই মালিক নয়- অন্যদের ভাল মন্দের কথা বাদই দিলাম- জীবন মৃত্যুর ও পুনরুত্থানেরও সে মালিক নয়।

আর আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

"ইস্রাইলের প্রভু, তার ত্রানকর্তা ও সৈন্যদের প্রতিপালক রব এরূপ বলেনঃ আমিই প্রথম, আমিই শেষ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" [ইশাইয়ার 44: 6]

ওল্ড টেস্টামেন্ট [তওরাত]

https://www.path-2-happiness.com/bn

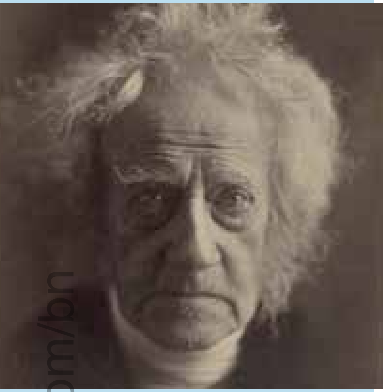

হার্শেল

ব্রিটিশ দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ

আল্লাহর একত্ব

"জ্ঞানের পরিধি যত প্রশস্ত হবে ততই অধিক পরিমাণে সুনিশ্চিত প্রমান পরিস্ফুট হবে, যা প্রমান করবে একটি সর্বময় শক্তির অধিকারী সৃজনকারি প্রজ্ঞার অস্তিত্ব। ভূতত্ত্ববিদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও গণিতবিদগণ তাদের সকল প্রচেষ্টা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে স্রষ্টার বানী উঁচু করার জন্য জ্ঞানের উপাসনালয় তৈরী করতে যা প্রয়োজন তা প্রস্তুত করছে। "

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ পাক বলেনঃ {পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয়, তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে। তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনের ও তারা মালিক নয়।}

[ফুরকানঃ ১-৩]

তা নাহলে মুশরিকরা যেভাবে বলে যে, আল্লাহর সাথে কতিপয় ইলাহ আছেন যাদের ইবাদত করা হয় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ও তারা আল্লাহর নিকট শাফায়াত করবেন। তাহলে সেসব ইলাহগণও আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা করে, তাঁর নিকট ওসিলা কামনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার পথ অন্বেষন করত। তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্বে।} [বনী ইসরাঈলঃ ৪২-৪৩]

বরং তিনি এক ও একক আল্লাহ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কাউকে জন্ম দেননি, আর কারো থেকে জন্ম লাভও করেননি, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

আর এ সব মা'বুদ্গণ কোন কিছুরই মালিক নয়, তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।} [সাবাঃ ২২-২৩]

অর্থাৎ হে রাসুল! যারা আল্লাহর সাথে উপকার বা ক্ষতি সাধনে অক্ষম অন্য সব সৃষ্টজীবকে শরীক করে, তাদেরকে সেসব শরীকের অক্ষমতা ও সেসবের ইবাদাতের ভ্রান্তি প্রকাশ করে বলুনঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক মনে কর তাদেরকে ডাক, যদি মনে কর তাদেরকে ডেকে কোন লাভ হবে। কেননা তাদের মধ্যে অক্ষমতা ও ডাকে সাড়া না দেয়ার সব ধরনের উপাদান বিদ্যমান।কারণ, তাদের সামান্যতম ক্ষমতাও নেই, তাই তারা আসমান ও জমিনের অণু পরিমান জায়গারও স্বতন্ত্র বা অংশীদারি কোনভাবেই মালিক না। তোমাদের তথাকথিত শরীকদের আসমান ও যমীনে সামান্যতম মালিকানা বা অংশীদারীত্বও নেই। এখন বাকি রইল যারা বলেঃ আমরা তাদের উপাসনা করি কেননা তারা প্রভুর সাহায্যকারী, সহযোগী উজির নাযির ইত্যাদি, তাই তাদের দোয়া কাজে আসে। কেননা - মালিকের তাদের দরকার পড়ে- প্রত্যেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ তায়া'লা তাদের এ সব ভ্রান্ত ধারণা নস্যাৎ করে বলেনঃ {তার নেই } অর্থাৎ পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়া'লার নেই তাদের থেকে} অর্থাৎ সে সব উপাস্যদের থেকে {সাহায্যকারী }অর্থাৎ তার মালিকানায় ও পরিচালনায় কোন সাহায্যকারী।

৩-এ মহাবিশ্ব ও এর সুবিন্যাস্ত সুন্দর বহমানতা ও পরিচালনার দিকে তাকালে সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী এক আল্লাহর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।} [বাকারাঃ ১৬৩-১৬৪]

এ সুবিন্যাস্ত ও নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনা যা সারা জীবন ধরে চলে আসছে, যাতে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি, এক মুহুর্তের জন্যও থেমে যায়নি, যদি থেমে যেত তবে এ মহাবিশ্ব নিমিষে ধবংস হয়ে যেত। এ সব কিছু একমাত্র মহাশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এ চমৎকার সৃষ্টিকারী ও পরিচালনাকারী কি একজন নয়? যা কোন শরীক নেই। এসব কিছুতে জ্ঞানীদের কাছে কি এটা স্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে প্রমাণিত হয়না যে, দু'জন বা একাধিক ইলাহ থাকা অসম্ভব?!

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।} [আম্বিয়াঃ ২২]

অর্থাৎ আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত যদি একাধিক ইলাহ থাকত তাহলে উহা ধবংস হয়ে যেত। ধবংস হয়ে যেত এর মধ্যকার সব সৃষ্টি। কেননা বিশ্বব্রহ্মান্ড -আমরা যা দেখি- সর্বোচ্চ সুনিয়ন্ত্রিত ও চমৎকারভাব সুবিন্যাস্ত। এতে সামান্যতমও ত্রূটি নেই। কোন আপত্তি ও বৈপরিত্য নেই। এতে প্রমাণ করে যে, এর পরিচালক একজন। প্রতিপালক একজন, উপাস্য একজন। যদি এর দুজন বা ততোধিক পরিচালক বা প্রতিপালক থাকত তাহলে পরিচালনায় ত্রূটি দেখা দিত। এর মূলভিত্তিগুলো ধবংস হয়ে যেত। কেননা তখন একে অন্যের সাথে বিরোধ দেখা দিত। এক ইলাহ চাইত এক ধরনের আর অন্যজন চাইত অন্য ধরনের। আর দুজনেরই ইচ্ছা পূরণ করাও অসম্ভব। আবার শুধু একজনের ইচ্ছা পূরণ হওয়া অন্যজনের অক্ষমতা ও দুর্বলতার প্রমাণ। আবার সব বিষয়ে দুজনের এক হওয়াও অসম্ভব। অতএব এটাই অবধারিত যে, একমাত্র যে মহা ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় সব কিছু সৃষ্টি হয় , যার কোন শরীক নেই তিনিই হলেন একমাত্র সর্সক্তিমান আল্লাহ।

সর্বোচ্চ লক্ষ্য

"এই জগত যেভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে এতে কোন কিছুই আকস্মিকতা নির্ভর নয়। বরং এর প্রতিটি অংশ একটি লক্ষ্যমুখী। সে লক্ষ্যটিও তার উর্ধের আরেকটি লক্ষ্যমুখী। এভাবে সর্ব শেষ একটি একক লক্ষ্যে উপনীত হয়।"

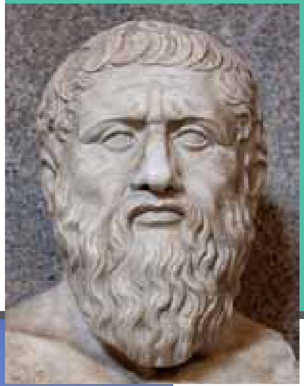

প্লেটো
গ্রীক দার্শনিক

৪- হরত আদম [আলাইহিস সালাম] থেকে শুরু করে, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ [আলাইহিমুস সালাম] সহ সব নবী রাসুলগণ - তারা হলেন পুতঃপবিত্র আত্মা, দূরদর্শী জ্ঞানী, সত্যবাদি, সঠিকভাবে আমানতের সাথে দাওয়াত দানকারী, পরিপক্ক ও পরিশোধিত ব্যক্তিবর্গ- তারা সকলে আল্লাহর একত্ববাদ এবং আল্লাহ ছাড়া যে কোন ইলাহ নেই এ ব্যাপারে একমত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা নূহ [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।} [আ'রাফঃ ৫৯]

আল্লাহ তায়া'লা ঈসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।} [মায়েদাঃ ৭২]

তিনি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] কে তাঁর জাতিকে বলার নির্দেশ দিয়েছেনঃ {বলুনঃ আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাংতোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে?} [আম্বিয়াঃ ১০৮]

https://www.path-2-happiness.com/bn

অতএব জ্ঞানীদের কর্তব্য হলো আম্বিয়া কিরামদেরকে অনুসরণ করা, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা এবং প্রতিপালক ও ইলাহ হিসেবে তাঁর উপর ঈমান আনা;যাতে তারা দুনিয়া ও আখেতারে সফলতা ও শান্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।} [নাহলঃ ৯৭]

ঈমানের সাথে সৎ কাজের প্রতিদান হলো এ পৃথিবীতে উত্তম জীবন লাভ। উত্তম জীবনের অর্থ এ নয় যে খুব সম্পদশালী হবেন, কখনো কখনো সম্পদশালী হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। কেউ অঢেল ধন সম্পদ ছাড়াও উত্তম জীবন পেতে পারে। কেননা জীবনকে উত্তম করতে ধন সম্পদ ছাড়াও অনেক কিছু আছে। তন্মধ্যেঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, তাঁর উপর আত্মবিশ্বাস ও ভরসা করা, তাঁর পর্যবেক্ষণ, হেফাযত ও সন্তুষ্টিতে নিজেকে নিরাপদ ও শান্ত মনে করা। এমনিভাবে উত্তম জীবনের অন্তর্ভুক্ত হলো সুস্বাস্থ, শান্তি, পরিতুষ্টি, গৃহে প্রশান্তি, অন্তরের ভালবাসা। এতে আরো রয়েছে, সৎ কাজের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করা এবং ব্যক্তির অন্তরে ও জীবনে এর প্রভাব। ধন সম্পদ জীবন সৌন্দর্যের একটি উপাদান মাত্র। {ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।} [কাহাফঃ ৪৬]

অন্তর যখন আল্লাহ্‌র নিকট যা অধিক মহান, পুতঃপবিত্র ও স্থায়ী তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তখন উত্তম জীবনের ও শান্তির অন্য অর্থ দেখতে পাবে।

আর যদি মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে সে একাধারে দুর্দশা ও দুর্বিপাক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য থাকে। কখনো তার দুশ্চিন্তা, পেরেশানী এমন পর্যায় পৌঁছে যায় যে, তখন মনের সব আশা শেষ হয়ে যায় ও জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

{অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে।} [আন'আমঃ ১২৫]

যে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, যার কোন শরিক নেই, তার অন্তরকে আল্লাহ তায়া'লা প্রশস্ততা, আরাম ও প্রশান্তির দ্বারা ভরে দেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার অন্তরকে সংকীর্ণ, অস্থির, উদ্বিগ্ন ও জটিল করে দেন, -আল্লাহ আমাদেরকে এ সব থেকে হেফাযত করুন-। এ উদাহরণ যারা এক আল্লাহ তায়া'লায় ঈমান আনে, আর যারা তার সাথে শরিক করে তাদের জন্য। আল্লাহ পাক আরেকটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেনঃ {আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন-তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।} [যুমারঃ ২৯]

মুশরিক হলো উক্ত ব্যক্তির ন্যায় যার হিংস্র চরিত্রের ও কঠোর স্বভাবের

প্রভূ এক

"প্রভু হলেন ঐ ইলাহ যিনি ছাড়া আর কেউ নেই।" [দ্বিতীয় বিবরণ৪/৩৫] আমিই প্রভু, অন্য কেহ নয়। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।" [ইশাইয়ার45/5]

ওল্ড টেস্টামেন্ট [তাওরাত]

বাইবেল

"তোমার ইলাহ যে প্রভু শুধু তাকে সেজদা কর এবং সুধু তারই এবাদত কর।"[ম্যাথু 4:10, লুক 4: 8]" আর এটাই হলো চিরস্থায়ী জীবন [ইউহোন্না১৭/৩]

ইলাহ এক

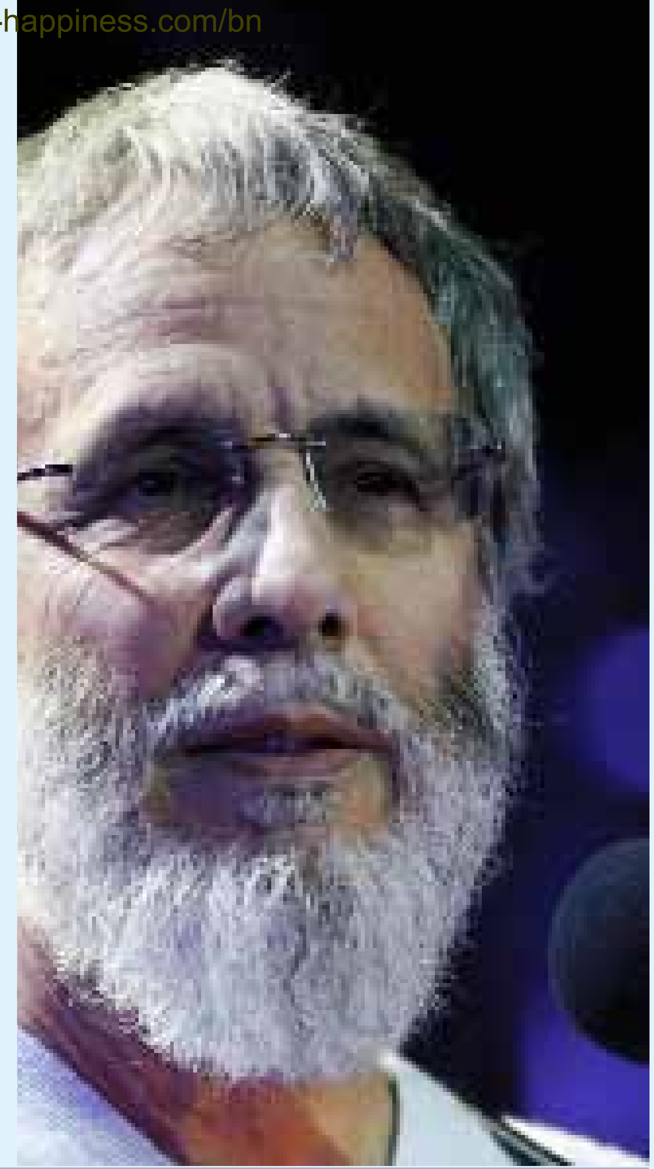

সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক

"আমি আগে সৌভাগ্য খুঁজে পাইনি। যখন থেকে কোরআন পাঠ করা শুরু করলাম বিস্ময়ের সাথে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, মানুষ কেন এ দুনিয়ায় বিপথে চলে? অথচ, পথ প্রদর্শক তো তাদের সামনে, আলো তো তাদের সামনে!

স্টিভেন্স
ইংরেজ গায়ক

https://www.path-2-happiness.com/bn

একাধিক মালিক রয়েছে, তারা তাকে নিয়ে পরস্পর বিরোধ করে। একজন বলেঃ এদিকে এসো, অন্যজন বলে, বসে থাক, তৃতীয়জন বলে, দাঁড়িয়ে থাক। সে তাদের আদেশে হয়রান, দিশেহারা। তার দৈহিক ও আত্মিক কোন ধরনেরই শান্তি নাই। অন্যদিকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হলো একজন নিরাপদ ব্যক্তি যাকে এক মালিকই আদেশ ও নিষেধ দেয়, ফলে কোন বৈপরিত্য দেখা দেয়না। এ দুজনের অবস্থা কি সমান? অতএব সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়া'লার, যত গুনকীর্তন একমাত্র তারই, তিনি মহান, তিনি এক প্রতিপালক, এক ইলাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ বা রব নেই। আর যারা একথা জানেনা বা বিশ্বাস করেনা তারা অন্তর্দন্ধ নিয়া বাস করে। এর সাথে আছে দুশ্চিন্তা দুর্দশা, বিষন্নতা, হয়রানি মোহাবিষ্টতা ও আত্মহননের প্রবনতা ।

https://www.path-2-happiness.com/bn

ধর্ম ও আত্ম হত্যা
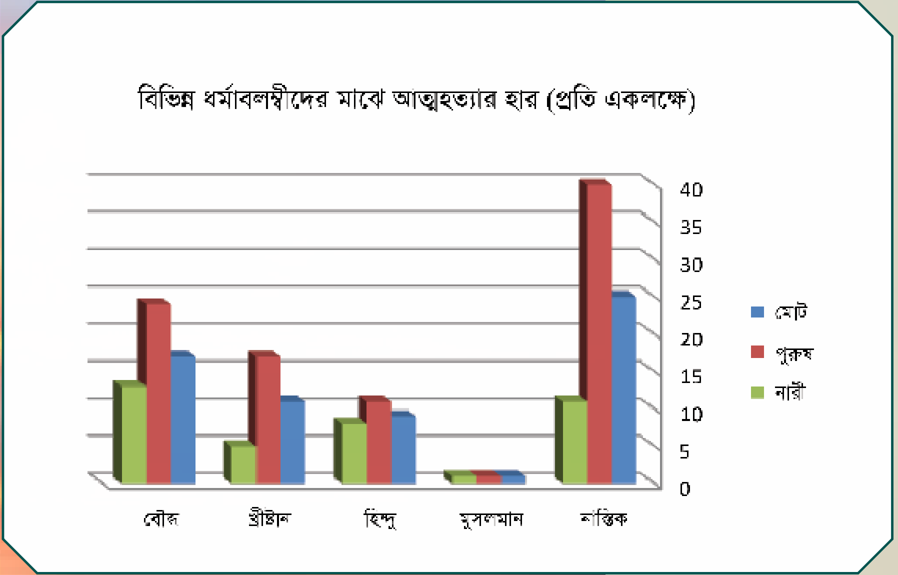
আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার [WHO] দুই জন বিশেষজ্ঞ ডঃ জোস ম্যানুয়েল ও মহিলা গবেষক এলিসাভ্রাফ্লীশম্যান আত্ম হত্যা ও ধর্মের সম্বন্ধ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন। জাতী সংঘের তথ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রামাণিত তাদের গবেষণার ফল নিম্নরূপঃ A global perspective in the epidemiology of suicide